মধ্যযুগে বাংলার খাদ্যসংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা

(নির্বাচিত মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বনে)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পি এইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক: মুগ্ধ মজুমদার

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক: প্রফেসর শম্পা চৌধুরী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ্ আর্টস্

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২২

মধ্যযুগে বাংলার খাদ্যসংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা

(নির্বাচিত মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বনে)

মুগ্ধ মজুমদার

খাদ্য শুধু আহারের জৈবিক ক্রিয়া মেটাবার বস্তু নয়, খাদ্য একটি সংস্কৃতির নাম। আদিম গুহাবাসী মানুষ যেদিন থেকে সভ্যতার পরিপন্থী হতে শিখেছে সেইদিন থেকে তার মধ্যে সংস্কৃতির রুচিশীল সত্তার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সেকারণে যেকোনো জাতির সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খাদ্যের গুরুত্ব ও সেই খাদ্যকেন্দ্রিক নানা রীতকানুন। উৎসব পালা-পার্বণ থেকে শুরু করে ধর্মীয় আচরণবিধি সবকিছুতেই খাবার হয়ে উঠেছে জাতির সামগ্রিক - পরিচয়ের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশেষ কালপর্বে কোনো নির্দিষ্ট জনজাতির আহারবিহারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত কিংবা ইতিহাসের নানান সাক্ষ্য। খুব স্বাভাবিক কারণে খাদ্য নেহাত আহারের পাতে ক্ষুধানিবৃত্তি ও রসনাতৃপ্তির মাধ্যমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। কীভাবে রান্না ও খাওয়ার মধ্যে সংস্কৃতিচর্চার সূত্রগুলি নিহিত থাকে তাও একইভাবে গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। যেমন অঞ্চল বিশেষে শাক-সবজির উৎপাদন, খাদ্যদ্রব্যের বাজার দর, মাছ-মাংস ও তরিতরকারির রন্ধনপ্রণালী ও শেষে ভোজনকলা। ভোজনপর্বেও থাকে বৈচিত্র। মুকুন্দের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে কালকেতু প্রসঙ্গে ‘একশ্বাসে তিনহাণ্ডি আমানী উজাড়ে’। কিন্তু বণিক খণ্ডের গন্ধবণিক ধনপতি রুচিশীল। আহারের পর মুখশুদ্ধিটুকু সেবন করতেও ভোলেননি। আসলে আহারবিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা খাদ্যসংস্কৃতির চেহারা সুদূর বেদ-পুরাণের যুগ থেকে প্রাকৃতপৈঙ্গল-এর বহুশ্রুত ‘ওগ্গর ভত্তা/ রম্ভাঅ পত্তা’র শ্লোকেও ধরা পড়েছে। তাছাড়া পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও ময়নামতির শালবন বিহারের একাধিক টেরাকোটা প্যানেলে মাছকোটা ও ঝুড়িতে করে মাছ নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়েছিল।

খাদ্যসংস্কৃতি বা রন্ধনশিল্পচর্চা একটি চর্চিত বিষয়। কিন্তু এই বিশেষ পরিসরে অধিকাংশ বইপত্র রেসিপি কেন্দ্রিক এবং স্মৃতিকথা কিংবা রম্যরচনা নির্ভর। সর্বাধিক। বাংলা ভাষার প্রথম রান্নার বই বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের ‘পাকরাজেশ্বর’, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের ‘পাকপ্রণালী’ ও ‘মিষ্টান্ন পাক’, পূর্ণিমা ঠাকুরের ‘ঠাকুরবাড়ির রান্না’, রেণুকা দেবী চৌধুরানীর রচনা সমূহ,

কিরণশশী দেবীর ‘বরেন্দ্র রন্ধন’ ও ‘জলখাবার’, লীলা মজুমদার ও কমলা চট্টোপাধ্যায়ের ‘রান্নার বই’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বইপত্র। আবার বুদ্ধদেব বসুর ‘ভোজনশিল্পী বাঙালি’ থেকে শশীশেখর বসুর বইয়ের ''যা দেখেছি যা শুন''‘আম্রশাস্ত্র’ জাতীয় রচনা, শংকরের ‘রসবতী’, সমীর দাশগুপ্তের ‘সুখাদ্যের সন্ধানে’ প্রভৃতি রচনাগুলিকে কখনো স্মৃতিকথা ও রম্যরচনার অন্তর্গত করা যায়।

প্রকৃত প্রস্তাবে রন্ধন ও খাদ্য বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধ বা বইপত্রের মূল ফোকাস আধুনিক কালের খাদ্যসংস্কৃতি বা রন্ধনচর্চা। সহজভাবে বলতে গেলে অধিকাংশ গবেষণার বিষয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উনিশ শতক কিংবা বিশ শতক পেরিয়ে সাম্প্রতিক কালপর্ব। উনিশ শতকের আগেও যে বাংলার খাদ্যাভ্যাসের রকমফের ছিল এবং সেই আহারবিহারের সঙ্গে সমসাময়িক সংস্কৃতি ও সময়ের ছাপ কীভাবে সম্পৃক্ত ছিল সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ গবেষণা প্রায় অনালোচিত ও উপেক্ষিত। তবু কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন রচনায় আমরা সেই সময়ের খাদ্যসংস্কৃতির আলোচনা পাই। এরমধ্যে সুকুমার সেনের ‘বঙ্গভূমিকা’ বইয়ের ‘ভোজন ও পান’ শীর্ষক অংশে তিনি প্রাচীন বঙ্গজনের খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে মননশীল আলোচনা করেছেন। অবশ্য সেখানে বঙ্গজনের খাদ্য বিষয়ে মাত্র সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় তিনি অতিসংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান রূপরেখা দিয়েছেন। প্রণব রায়ের ‘বাংলার খাবার’ বইয়ের গোড়ার রচনাটির নাম ‘বাঙালির খাবার- প্রাচীনযুগ থেকে অন্ত্য-মধ্যযুগ’। এখানে তিনি বিভিন্ন মধ্যযুগীয় কাব্যসাহিত্যের সূত্র ধরে মধ্যযুগে বাংলার খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐ বইয়ের প্রথম রচনাটি যুগনির্ভর হলেও পরবর্তী ‘মিঠাই ও মণ্ডা’, ‘নোন্‌তা’, ‘ঘিয়ে ভাজা মিষ্টি’ কিংবা ‘বীরভূমের প্রসিদ্ধ মিষ্টি’র মতো রচনাগুলির সঙ্গে প্রথম প্রবন্ধটির বিষয়গতগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় না। টুকরো প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ করা জরুরি বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের ‘অদ্বৈতাচার্য এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর ভোজনবিলাস’ রচনাটি। চৈতন্যদেবের আহারকলার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের খাদ্যবিষয়ে নতুন কিছু দিক দেখিয়েছেন। অনুরূপ সত্যবতী গিরির ‘বাঙালির মিষ্টান্ন : পুরোনো বাঙলা সাহিত্যে’ প্রবন্ধটি মৌলিক গবেষণার অন্তর্গত করা চলে। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছিল সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত ‘লোকসংস্কৃতি গবেষণা’ পত্রিকার ১৪০৬ শ্রাবণআশ্বিন - রসংখ্যায়। এছাড়া হরিপদ ভৌমিকে‘রসগোল্লা’ বইটিতে রসগোল্লার উদ্ভাবন নিয়ে মধ্যযুগীয় বাংলা ও উড়িষ্যার মিষ্টান্ন নিয়ে লেখক চমৎকার অনুসন্ধান করেছেন। কিছু কিছু পত্রপত্রিকায়

এবং সংকলিত গ্রন্থেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের খাওয়াদাওয়া বিষয়ে পর্যালোচনা লক্ষ করা যায়। এরমধ্যে ‘শুভশ্রী’ পত্রিকার ২০১৮ যুগ্ম সংখ্যায় গৌতমকুমার দের লেখা ২০২০-‘বাঙালির লুপ্ত খাদ্য’ এবং নবকুমার ভট্টাচার্যের ‘হিন্দু খাদ্যাখাদ্য সংস্কার’ রচনাদুটিতে মধ্যযুগীয় রন্ধন ও আহারের কিছু কিছু পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।

এইসকল প্রবন্ধ এবং বইপত্রের মধ্যে মধ্যযুগকে সাধারণত প্রাচীনযুগের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীনের সঙ্গে মধ্যযুগের যে যুগগত ও ইতিহাসগত ভিন্নতা রয়েছে এবং সেই ভিন্নতা যে সমকালীন বাংলার জনজাতির খাদ্যরুচিকে প্রভাবিত করতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা নগণ্য। এমনকি মধ্যযুগের এই বিশেষ সময়পর্বেও যে বঙ্গজনের খাদ্যসংস্কৃতির অবয়ব যে একরকম ছিল না এবং রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের খাদ্যসংস্কৃতি যে নানাভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল সেবিষয়ে সম্পূর্ণ গবেষণা ততখানি লক্ষ করা যায় না। আমাদের গবেষণায় আমরা শুধুমাত্র মধ্যযুগের কালপর্বকে নির্দিষ্ট করে সেই বিশেষ সময়ে বাংলার জনজাতির খাদ্যসংস্কৃতি কেমন ছিল এবং সেই রান্নাসামাজিক বা ধর্মীয় -আর্থ ,খাওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক-প্রভাবগুলি কীভাবে যুক্ত হয়েছিল তারই অন্বেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মধ্যযুগের সূচনায় খাদ্যাভ্যাসের যে রূপ ছিল তা অন্ত্যমধ্যযুগে এসে কীভাবে বদলে গিয়েছিল এবং সেই বদলের পিছনে কী কী কারণ ছিল তার অনুসন্ধান করে সামগ্রিক মধ্যযুগে বাংলার খাদ্যসংস্কৃতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে গবেষণাপত্রের অন্তর্গত অধ্যায়গুলি নিম্নলিখিত হল—

১. প্রথম অধ্যায়: বিবিধ শাস্ত্রকথায় খাদ্য বিষয়ে বিধি ও নিষেধ

২. দ্বিতীয় অধ্যায়: মধ্যযুগে বাংলার হেঁশেলে রান্নার উপকরণ ও তার বিভিন্নতা

৩. তৃতীয় অধ্যায়: মধ্যযুগে বাংলার হেঁশেলে নিরামিষ রান্না ও তার বৈচিত্র

৪. চতুর্থ অধ্যায়: মধ্যযুগে বাংলার হেঁশেলে আমিষ রান্না ও তার বৈচিত্র

৫. পঞ্চম অধ্যায়: মধ্যযুগে বাংলার মিষ্টান্ন ও মিষ্টান্নে বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়: সেকালের বঙ্গনারীর রান্নাঘর ও খাদ্যসংস্কৃতি

১. প্রথম অধ্যায়: বিবিধ শাস্ত্রকথায় খাদ্য বিষয়ে বিধি ও নিষেধ

মধ্যযুগে প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এবং আঞ্চলিক স্তরে গড়ে ওঠা নানা বিশ্বাস সেকালের বাংলায় খাদ্যাভ্যাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেমন 'বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ'-এ বলা হয়েছে শুভ্রবর্ণ ও আঁশযুক্ত রুই, শকুল ও পুঁটিমাছ ব্রাহ্মণের আহারযোগ্য। বিশেষ বিশেষ তিথিতে ও রবিবারে মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। স্মার্ত শূলপাণি তাঁর 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' গ্রন্থে জাতিদুষ্ট খাবারের মধ্যে পেঁয়াজ, রসুনের উল্লেখ করেছেন। সেকারণে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লিখিত মাংস-রন্ধনের বর্ণনায় পেঁয়াজ ও রসুনের উল্লেখ নেই। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণরা মাংস বিক্রয় করলে পতিত হবে। কিন্তু শূদ্রদের প্রতি এই ধরনের অনুশাসন ছিল না। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতু ও ফুল্লরা মাংস বেচে জীবিকা নির্বাহ করে। এরা জাতিবর্ণগত অব্রাহ্মণ ও বিশেষভাবে অন্ত্যজশ্রেণির বলেই স্মার্ত সমাজে তাদের প্রতি কোনো নিয়মকানুন জারি করা হয়নি। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে খাদ্য-সংক্রান্ত অনুশাসন কীভাবে জনজাতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বঙ্গীয় জীবনে শাস্ত্রীয় বিধান কীভাবে আহারবিহারকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় অধ্যায়: মধ্যযুগে বাংলার হেঁশেলে রান্নার উপকরণ ও তার বিভিন্নতা

মধ্যযুগের বিদেশি পর্যটক ও বণিকদের লেখা ভারতভ্রমণের স্মৃতিকথা থেকে সেকালের বাংলার শস্য-শ্যামলা নদীমাতৃক জলবায়ুর স্পষ্ট ধারণা মেলে। গঙ্গা ও তার শাখানদী-উপনদীর পলিসমৃদ্ধ বাংলার ভূপ্রকৃতি ছিল ধান, পাট এবং শাকসবজি উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল। সেজন্য রামেশ্বরের 'শিবায়ন', ধর্মপূজাবিধান শাস্ত্রে কিংবা নিত্যানন্দের 'লক্ষ্মীমঙ্গল'-এ প্রায় ষাট-সত্তর রকমের ধানের কথা আছে। এরমধ্যে শালিধানের সংখ্যাই অন্তত সাতাশ প্রকারের। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে বাংলার নিজস্ব তরিতরকারির কথাই কবিরা কেন ও কীভাবে উল্লেখ করেছেন। এক-একটি তরিতরকারিকে কেন্দ্র করে কীভাবে বাংলা প্রবাদ, ছড়া কিংবা স্থাননাম গড়ে উঠেছিল তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কী কারণে বিদেশি সবজির বাংলার রান্নাঘরে অনুপ্রবেশের অধিকার পেতে সময় লেগেছিল এবং সেক্ষেত্রে স্মার্ত সংস্কার কীভাবে সক্রিয়

ছিল। তরিতরকারির ফলনে সমসাময়িক বাংলাদেশের কৃষিবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের নানা নির্দেশও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

৩. তৃতীয় অধ্যায়: মধ্যযুগে বাংলার হেঁশেলে নিরামিষ রান্না ও তার বৈচিত্র

নিরামিষ আহারের সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষিত যুক্ত ছিল। যেমন বিধবা ও বৈষ্ণবদের মধ্যে শাক রান্নার আধিক্য দেখা গিয়েছে। এছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে অস্বচ্ছল চণ্ডাল বা দারিদ্র-পীড়িত সমাজে শাক-ভাত ছিল একমাত্র সম্বল। নিত্যানন্দের 'লক্ষ্মীমঙ্গল' কাব্যে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। বৈষ্ণবদের মধ্যে আমিষ রন্ধন বর্জনের কারণে নিরামিষ রান্নার বিভিন্নতা লক্ষণীয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যলীলার তৃতীয় ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত ও সার্বভৌম গৃহে মহাপ্রভুর জন্য সীতা দেবী ও ষাটীর মা রান্না করেছিলেন হরেকরকম নিরামিষ ব্যঞ্জন, যার মধ্যে মুদ্গসুপ, লাফরা, বড়িঝোল, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন বৈষ্ণবরা নিরামিষ রন্ধনের প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং কীভাবে তা বৈষ্ণব সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪. চতুর্থ অধ্যায়: মধ্যযুগে বাংলার হেঁশেলে আমিষ রান্না ও তার বৈচিত্র

বাংলা প্রবাদে আছে 'মাছে ভাতে বাঙালি'। সেকালে হোক বা একালে, বাঙালির খাওয়ার পাতে মাছের পদের উপস্থিতি বিশেষ নজর কাড়ার মতো। বৈষ্ণবসাহিত্য ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আগাগোড়া মাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক এক অঞ্চলের কবিরা তাঁদের কাব্যে সে অঞ্চলের মাছের এবং সেই মাছ কেমন ভাবে রান্না করা হতো তার নিখুঁত বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন তাঁদের কাব্যে। যেমন পূর্ববঙ্গের 'মনসামঙ্গল'এর কবি বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস ও জানকীনাথ তাঁদের কাব্যে বারবার ইলিশের উল্লেখ করেছেন। পদ্মার ইলিশের খ্যাতি একালের মতো সেকালেও ছিল তা বলাবাহুল্য। কিন্তু রাঢ়ের জনপ্রিয় কবি হওয়া সত্ত্বেও মুকুন্দ কিংবা কেতকাদাস ইলিশের উল্লেখ করেননি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মাছ রান্নার দীর্ঘতম তালিকা মেলে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। এই অধ্যায়টি মূলত মাছ ও মাংস দুটি আলোচনায়

বিভাজিত। মাছ অংশের আলোচনায় থাকবে প্রাচীন সাহিত্য-পুরাতত্ত্ব ও মহাভারতে মাছের উল্লেখ, মাছ বিষয়ে স্মৃতি-পুরাণ ও বিভিন্ন শাস্ত্র ও লোকবিশ্বাসের কথা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লিখিত মাছের বৈচিত্র ও আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গ এবং সেকালের বাঙালি হেঁশেলের মাছ রান্নার কথা। মাংসের অংশে আলোচিত হবে প্রাচীন সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানে মাংসভক্ষণ প্রসঙ্গ, বিভিন্ন শাস্ত্রকথায় মাংস খাওয়া বিষয়ে নিয়মকানুন এবং মধ্যযুগের বাংলায় মাংস রান্নার বৈচিত্র ও বঙ্গীয় মাংস-রন্ধনের পদে মুঘল রন্ধনশৈলীর প্রভাব।

৫. পঞ্চম অধ্যায়: মধ্যযুগে বাংলার মিষ্টান্ন ও মিষ্টান্নে বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব

মঙ্গলকাব্য কিংবা কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' থেকে শুরু করে বৈষ্ণবসাহিত্য পর্যন্ত সমস্ত কাব্যধারাতেই মিষ্টান্নের বিশেষত্ব স্বীকার করা হয়েছে। মধ্যযুগে এই মিষ্টান্ন প্রস্তুতির মৌল উপাদান ছিল দুধ ও গুড়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ দেখা যায় আহির সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধা দুধ ও দুধজাত দ্রব্য বেচে সংসার চালায়। কারণ আয়ান ঘোষের 'বিরাট গোয়াল'। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় ও কৃষ্ণরায়সহ বাংলার অজস্র মধ্যযুগে গড়ে ওঠা মন্দিরে দধি মন্থনের দৃশ্যটি একটি বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় মোটিফ। দুধের পাশাপাশি গুড়ের খ্যাতিও ছিল মধ্যযুগীয় বাংলার। সেকালে আখের রস থেকে তৈরি গুড়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সেকালে বাংলার চিনি রপ্তানী করা হতো বহির্বাংলায়, এমনকি বিদেশেও। সপ্তদশ শতকের ফরাসি বণিক বার্নিয়ার তাঁর ভারতভ্রমণের বইতে জানিয়েছিলেন, সপ্তদশ শতকের বাংলায় যেমন দুধ ও মাখন পাওয়া যেত, তেমনি বাংলার বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে আখ চাষ হত। ফলত বোঝাই যায় যে মিষ্টান্ন তৈরির প্রাথমিক উপাদান দুধ ও গুড় দুটিই বাংলায় প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। সেই জন্যই বাংলার মিষ্টান্ন প্রস্তুতিতে এত বিপুল আয়োজন ও বৈচিত্র লক্ষিত হয়। তাছাড়া বৈষ্ণবরা আমিষ খাদ্য গ্রহণ করতেন না। ফলত তাঁদের খাদ্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে মিষ্টান্নের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব সমাজকে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় মিষ্টান্নের প্রকারভেদ ও জনাদৃতি বিশেষভাবে এই অধ্যায়ের আলোচনার প্রতিপাদ্য।

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়: সেকালের বঙ্গনারীর রান্নাঘর ও খাদ্যসংস্কৃতি

মধ্যযুগে নিরানব্বই শতাংশ বাঙালি মেয়ের জীবন কাটত সংসারের চৌহদ্দিতে। কুমারী হোক বা সধবা, এমনকি বিধবা অবস্থাতেও তার লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠার বড়ো জায়গা ছিল হেঁশেল বা রান্নাঘর। রামেশ্বরের 'শিবায়ন'এ গৌরীর পুতুলের বিয়ের মধ্যে ও সেই উপলক্ষে উমার নকল-রন্ধনের মধ্যে সেকালের কুমারী মেয়ের গভীর মনস্তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। গৌরীর বিবাহ খেলার মধ্য দিয়ে সেকালের কুমারী উমাদের ছোটো থেকেই 'মেয়ে করে তোলার' পরিকল্পিত সামাজিক ব্যবস্থাটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গৌরীর রন্ধনে আগামী দিনের শিব ঘরণী হয়ে ওঠবার প্রয়াস থেকে যায়। মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর ব্যাধ খণ্ডেও দেখা যায় কিশোরী বয়স থেকেই মা হীরাবতীর সঙ্গে হাটে মাংস বেচতে যায় ফুল্লরা। হীরাবতী ভাবে যদি নিদয়ার ছেলে কালকেতুর সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায়। কারণ "ফুল্লরা সেব্যাছে হর/তারে মিলে এই বর"। অথচ কালকেতু বা তার মা বাবাকে এই ধরনের কন্যাপ্রাপ্তির জন্য দেবতার থানে মাথা কুটতে দেখা যায় না। মুকুন্দের কাব্যের দেবখণ্ডেই দেখা যায় মেনকা শিবের শ্বশুরবাড়ি থাকা নিয়ে কথা শোনায় কন্যা উমাকে। এই অধ্যায়ে মূলত উল্লিখিত হয়েছে সেকালের বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থান ও তাদের খাদ্য-সংকট, মধ্যযুগের রাঁধুনি নারীদের উল্লেখ, রান্নাঘর-কেন্দ্রিক 'মেয়েলি পলেটিক্স' কিংবা খাওয়ার পাতে তাদের বঞ্চনার ইতিবৃত্ত এবং সনকা-নিদয়া-খুল্লনা-রঞ্জাবতী প্রমুখ নারীদের সাধভক্ষণ প্রসঙ্গগুলি।

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার অধিবাসীদের খাদ্যরীতি সম্পূর্ণ একরকম ছিল তা নয়। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্তন ও রূপান্তর খুব স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের দৈনন্দিন যাপনে বহুমাত্রিক অভিঘাত এনেছিল। স্বভাবত খাদ্যভ্যাস তথা খাদ্যসংস্কৃতিও সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রমশ বদলেছে। যেমন ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ঘটেছিল। এই কালপর্বে বাংলা ছিল স্বাধীন সুলতানদের শাসনাধীন। সপ্তদশ শতক থেকে বাংলার শাসনতন্ত্র মুঘল রাজশক্তির করতলগত হয়। সেসময় দিল্লির দরবারে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যায় মুঘল বাংলায় মানসিংহের বাংলার শাসক থাকাকালীন অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষ দিক ও সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে বাংলায় জরিপ ব্যবস্থা নিয়ে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী

জানিয়েছেন যে ডিহিদার মামুদ অনৈতিক ভাবে জমির পরিমাপ শুরু করেন এবং স্বভাবতই সাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা তৈরি হয়। মুকুন্দকে সংসার নিয়ে দামিন্যা গ্রামের বাস্তু ত্যাগ করে আশ্রয়চ্যুত হতে হয়। মুকুন্দ জানিয়েছেন যে পথে তাঁর শিশু ভাতের জন্য ক্রন্দন করলেও জল বা 'শালুকনাড়া' ছাড়া কিছু আহার জোটেনি। অনুরূপ করুণ পরিস্থিতি ঘটেছিল 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের। ঐতিহাসিক অনিরুদ্ধ রায় এই দুইটি ঘটনার মূল্যবান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকে লক্ষ করা যায় বাংলায় নবাবী আমলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েন বাংলার জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

বস্তুত স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ ও শ্রুতিতে বাংলায় যেসকল সংস্কার ও স্মার্ত অনুশাসন জারি ছিল তা ক্রমশ আলগা হয়ে আসছিল। ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য সূত্রে আঠারো শতকের শেষদিক থেকে বঙ্গীয় বণিককুল আঁতাত স্থাপন করে। বিদেশি বণিকদের সঙ্গে স্বদেশি জমিদারদের ব্যবসায়িক সম্বন্ধ গড়ে উঠলে সাহেবদের জন্য জমিদারগৃহে বোকরি, আণ্ডা ইত্যাদি খাদ্য পরিবেশিত হত। অর্থাৎ মোটের উপর স্মার্ত রীতকানুন ভাঙনের পথে এগোচ্ছিল। বিশেষত বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির মধ্যে সবার প্রথমে খাদ্যভ্যাসগত পরিবর্তন আসতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি লক্ষ করা যায় বর্ধমানরাজ মহতাব চন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় 'পাকরাজেশ্বর' ও 'ব্যঞ্জনরত্নাকর' নামে দুটি রান্নার রেসিপি বই মুদ্রিত হয়। এই বইদুটিতে বিশেষভাবে মুঘল খানাপিনার বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ধমানরাজের রাজবাড়ির পাকশালায় প্রচলিত রন্ধনের এমন নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া অন্যত্র দুস্কর। সম্ভবত এইসকল কোর্মা-কালিয়া ও মাংস-প্রধান খাদ্য অন্তত এক শতক আগে থেকেই বর্ধমান রাজবাড়িতে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। নয়তো মুঘল খানার প্রসিদ্ধি না ঘটলে এইরকম বই রচনার প্রয়োজন পড়ত না। যেহেতু বর্ধমানের রাজারা মুঘল ছত্রছায়ায় ছিল ফলত মুঘল খানাপিনা সেখানে প্রচলিত হওয়া কোনো অস্বাভাবিক নয়। বর্ধমানের এই মুঘল সংস্কৃতির কথার বিবরণ মেলে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিদ্যাসুন্দর অংশে এবং রামপ্রসাদ সেনের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের বিদ্যাসুন্দর পর্বে। সমকালীন বর্ধমানে মুঘল ব্যবস্থাপনার এই দুটি প্রামাণিক উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্মৃতিশাস্ত্রের অবক্ষয়ের পাশাপাশি মুঘল খাদ্যরীতি যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সামন্তপ্রভুদের পাকশালায় ক্রমশ পরিচিত হচ্ছিল ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তার উল্লেখ আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতেছি। বিশেষত নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে পদ্মমুখীর রান্নায়

সামুসা, অন্নমাংস বা কালিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে ভারতচন্দ্র সেসকল খাদ্য বিষয়ে অনবগত ছিলেন না। বঙ্গীয় মাছ ও মাংস রান্নায় মুঘল খাদ্যরীতির এই প্রভাব ক্রমশ উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তের স্তরে এগিয়েছিল। অন্যদিকে মিষ্টান্ন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বৈষ্ণবতার স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবীয় গুরুবাদ একদা বৈষ্ণব পাটবাড়ি বা শ্রীপাটের উদ্ভবের জন্য দায়ী ছিল। বাংলা ও বৃন্দাবনের যোগাযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মালপোয়া, জিলেবির মতো বৃন্দাবন অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন পাটবাড়িগুলিতে শ্রীবিগ্রহের ভোগনৈবেদ্যে স্থান করে নিতে থাকে। মিষ্টান্নের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মিষ্টান্ন প্রস্তুতিতে নানা বৈচিত্র ও বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন 'বাশুলীমঙ্গল' কাব্যে মুকুন্দ মিশ্র ক্ষীরের মৃণাল, নানা ফলের আকৃতির মিষ্টির উল্লেখ করেছেন যা প্রাক চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লভ্য নয়। অর্থাৎ সময়ের প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার খাদ্যসংস্কৃতি বৈচিত্রপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা বলাইবাহুল্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে খাদ্যসংস্কৃতির প্রসঙ্গগুলিতে মূলত সেকালের বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য বিষয়ে স্মৃতি-পুরাণের নির্দেশ এবং তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পটপ্রেক্ষার সূত্রগুলি ধরা আছে। তবে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের মূল ধরনটি এক থাকলেও নিত্যনতুন খাবারদাবার যে যুক্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই। পর্তুগিজ বণিকদের হাত ধরে আলুর মতো সবজি যেমন বাঙালির রান্নাঘরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তেমনি মিষ্টান্ন প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকে। বাংলায় মুঘল শাসন ব্যবস্থার জন্য বঙ্গীয় হেঁশেলে মুঘল খাবারদাবারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যার নিদর্শন আরো পরে উনিশ শতকে মুদ্রিত বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের পাকরাজেশ্বর গ্রন্থে ধরা আছে। বাংলায় ইংরেজ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও নব্যসংস্কৃতিবাদের সুবাদে কলকাতা নির্ভর বাঙালির খাদ্যরুচিও বদলাতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা আকর গ্রন্থ

অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ‘ধর্মমঙ্গল’, ভারবি, কলকাতা, আগস্ট ২০১৫

অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, বিজয় গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, বিপ্রদাস পিপিলাই বিরচিত ‘মনসামঙ্গল’, রত্নাবলী, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২

আশুতোষ দাস সম্পাদিত, দ্বিজ মাধবের ‘অভয়ামঙ্গল’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০

কিশোরী দাস বাবাজী সম্পাদিত, কবি কৃষ্ণচরণ দাস বিরচিত শ্যামানন্দ প্রকাশ, বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হালিশহর, উত্তর ২৪ পরগণা, ১৪২০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রামাই পণ্ডিত বিরচিত ‘শূন্যপুরাণ’, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, ১৪২০

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ‘চর্যাগীতির ভূমিকা’, ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, ফাল্গুন ১৪১১

তমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত, সুকবি নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরাণ’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১১

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮

নীলকান্ত গোস্বামী ও বিনোদবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, রাজবল্লভ গোস্বামী বিরচিত ‘মুরলীবিলাস’, শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান থেকে মুদ্রিত, ১৮৯৫

নীলরতন সেন সম্পাদিত, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', সাহিত্যলোক, কলকাতা, নভেম্বর ২০০২

নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী বিরচিত 'গোসানীমঙ্গল', অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ৯ ভাদ্র ১৩৮৫

বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, মাণিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত 'ধর্মমঙ্গল', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০

বিহারিলাল সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, দুঃখী শ্যামদাস বিরচিত 'গোবিন্দমঙ্গল', বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেস, কলকাতা, ১৮৮৬

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, মাঘ ১৩৪৯

মানু জানা সম্পাদিত, 'বলরাম দাসের পদাবলী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৮

মালবিকা চাকী সম্পাদিত, 'বাসু ঘোষের পদাবলী', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৮

মোহন পাল সম্পাদিত, 'ঘনরাম রচনাবলী', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, জুলাই ২০১১

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ও দ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য সম্পাদিত, 'রায়শেখরের পদাবলী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)

যদুনন্দন দাস অনূদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত 'গোবিন্দলীলামৃত', চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, কলকাতা, ১৮৫২

যশোদালাল তালুকদার প্রকাশিত, নিত্যানন্দ দাস বিরচিত 'প্রেমবিলাস', বাগবাজার (কলকাতা) ১৩ নং আনন্দ চাটুয্যের লেনস্থিত পত্রিকা প্রেস থেকে মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩২০

যোগীলাল হালদার সম্পাদিত, রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত 'শিবায়ন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১২

রাখালদাস কবিরত্ন কর্তৃক সংশোধিত, নরহরি দাস বিরচিত 'নরোত্তম বিলাস', তারা লাইব্রেরী থেকে অধরচন্দ্র চক্রবর্তী প্রকাশিত, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৩১

শ্যামল বেরা সম্পাদিত, কবি নিত্যানন্দের ‘লক্ষ্মীর জাগরণ পালা’, সহজিয়া ও সহজপাঠ, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ২০১২

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ‘কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১১

সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসামঙ্গল’, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১

সুকুমার মাইতি সম্পাদিত, নৃসিংহ বসুর ‘ধর্মমঙ্গল’, বিজন-পঞ্চানন সংগ্রহশালা, বাঁকুড়া, নভেম্বর ২০০১

সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চৈত্র ১৪১৭

সুকুমার সেন সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত ‘চণ্ডীমঙ্গল’, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৭

সুকুমার সেন সম্পাদিত, চূড়ামণি দাস বিরচিত ‘গৌরাঙ্গবিজয়’, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, আগস্ট ১৯৫৭

সুকুমার সেন সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত ‘চৈতন্যভাগবত’, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১৫

সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রাণা সম্পাদিত, জয়ানন্দ বিরচিত ‘চৈতন্যমঙ্গল’, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯১৪

সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত ‘রামায়ণ’, ভারবি, কলকাতা, আগস্ট ২০১৫

সুনীল ওঝা সম্পাদিত, মানিক দত্তের ‘চণ্ডীমঙ্গল’, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪

সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দুসুন্দর সিংহ রায় সম্পাদিত, কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত ‘বাশুলীমঙ্গল’, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, চৈত্র ১৩৬৮

সুমিত্রা কুণ্ডু সম্পাদিত, শ্যামপণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক বিরচিত ‘ধর্মমঙ্গল’, রাঢ়-গবেষণা পর্ষদ, শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৪০৭

সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কবি জগজ্জীবন-বিরচিত ‘মনসামঙ্গল’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘বৈষ্ণব পদাবলী’, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৫৩

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ

অণিমা মুখোপাধ্যায়, ‘সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬

অতুল সুর, ‘আঠারো শতকের বাংলা’, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৪ এপ্রিল ২০১৬

অনিরুদ্ধ রায়, ‘মধ্যযুগের বাংলা’, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

অপর্ণা রায়, ‘পুরাতনী নারী’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বাংলার ব্রত’, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২

অমরনাথ করণ সম্পাদিত, ‘রাজা বিনয়কৃষ্ণদেবের অগ্রন্থিত রচনা’, সূত্রধর, কলকাতা, ১৫ আগস্ট ২০১৭

অমরনাথ রায়, ‘বাংলার সব্জী’, দি গ্লোব নার্শরি, কলকাতা, মাঘ ১৩৪৮

অরুণ নাগ, ‘চিত্রিত পদ্মে’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৬

অর্জুনদেব সেনশর্মা, ‘হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ’, ভারবি, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫

আবদুস সামাদ, ‘বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য’, নিউ ঘোষ প্রেস, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯১

আশুতোষ মজুমদার, ‘মেয়েদের ব্রতকথা, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘মুদীর দোকান’, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা, মে ২০০৮

কল্যাণী দত্ত, 'ছিটমহল', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০১৯

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগে বাঙ্গালা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০০৫

কিরণলেখা রায়, 'বরেন্দ্র রন্ধন', ২৫ নং রায়বাগান স্ট্রীট ভারত মিহির প্রেসে বিজয়কুমার মৈত্র দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩২৮

গদাধর দে সম্পাদিত, 'বাংলার ভোজ ও ভোজন বিচিত্রা', তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, অক্টোবর ২০২০

গোলাম মুরশিদ, 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি', অবসর, ঢাকা, বাংলাদেশ, জুলাই ২০১৫

গৌতম ভদ্র, 'বাঙালির মিষ্টান্ন', সূত্রধর, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ২০২০

গৌতম ভদ্র, 'মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৬৩

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারত-ইতিহাসের সন্ধান', সাহিত্যলোক, কলকাতা, অক্টোবর ২০১১

দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়, 'খাই কিন্তু জানি কি', পত্রলেখা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭

নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪২০

পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, 'সাহিত্য প্রকাশিকা' (৩য় খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, আগস্ট ১৯৫৮

পঞ্চানন মণ্ডল, 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' (১ম খণ্ড, অপরার্ধ), বিশ্বভারতী, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৫

পঞ্চানন মণ্ডল, 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৬৮

পঞ্চানন মণ্ডল, 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' (২য় খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, মার্চ ১৯৫৩

পশুপতি শাশমল সম্পাদিত, 'পুথিপরিচয়' (ষষ্ঠ খণ্ড), বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, জুলাই ১৯৮৮

প্রণব রায়, 'বাংলার খাবার', সাহিত্যলোক, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৭

প্রদীপকুমার সরকার, 'বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ও তৎকালীন সমাজ', সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, জুন ২০১৫

বরুণকুমার চক্রবর্তী, ‘বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৫৯

বরুণকুমার চক্রবর্তী, ‘বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাস,’ পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মার্চ ২০১৫

বরুণকুমার চক্রবর্তী, ‘লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৫

বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত ও যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার অনূদিত, হিউয়েন সাঙ বিরচিত ‘বৌদ্ধযুগের ভারত’, পত্রলেখা, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৬

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, ‘বাদশাহী আমল’, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩

বিনয় ঘোষ, ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ (১ম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪

বিনয় ঘোষ, ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা’, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৯

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ‘বৌদ্ধদের দেবদেবী’, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৬২

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, ‘মিষ্টান্ন পাক’, ২নং গোয়াবাগান স্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে তারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩১১

বুদ্ধদেব আচার্য সংকলিত, ‘সুরুল-নথি সংকলন’, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, মার্চ ১৯৮১

বুদ্ধদেব বসু, ‘ভোজনশিল্পী বাঙালি’, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২

বৈদ্যনাথ ভৌমিক, ‘উদ্ধারণ দত্ত কথামৃত’, আশ্রম পাড়া, বাদকুল্লা, নদীয়া, ১৪২১

মিলন দত্ত, ‘বাঙালির খাদ্যকোষ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৫

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, জেমস টেলরের ‘কোম্পানী আমলে ঢাকা’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

যুথিকা বসু ভৌমিক, ‘বাংলা পুথির পুষ্পিকা’, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৯

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ‘স্মৃতিতে সেকাল’, চর্চাপদ, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৫

রজনীকান্ত গুহ সম্পাদিত ও শোয়ানবেক কতৃর্ক লিখিত, মেগাস্থিনিসের 'ভারতবিবরণ', ১ বৈশাখ ১৩১৮

রতিকান্ত ত্রিপাঠী, 'প্রাচীন বাংলার শিলা ও তাম্রলিপিতে সমাজ ও সংস্কৃতি', দে পাবলিকেশনস, কলকাতা, ২০১২

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 'মধ্যযুগের বাঙালি শব্দকোষ', পারুল বই, কলকাতা, ৯ মে ২০১৭

রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (মধ্যযুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৭৩

রাজশেখর বসু সম্পাদিত, 'বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ', এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯০

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সান্যাল ও অনার্য তাপস সম্পাদিত, 'নুনেতে ভাতেতে' (১ম ভাগ), দ্য ক্যাফে টেবিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সান্যাল ও অনার্য তাপস সম্পাদিত, 'নুনেতে ভাতেতে' (২য় ভাগ), দ্য ক্যাফে টেবিল, কলকাতা, জুলাই ২০১৭

রেণুকা দেবী চৌধুরানী, 'রকমারি নিরামিষ রান্না', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, আগস্ট ২০১৬

রেণুকা দেবী চৌধুরানী, 'স্ত্রী-আচার', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ ২০১৩

লীনা চাকী সম্পাদিত, 'বাংলার ধান ও ধান সংস্কৃতি', পুনশ্চ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫

শংকর, 'বাঙালির খাওয়া দাওয়া', সাহিত্যম, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১১

শংকর, 'রসবতী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪

শিপ্রা ঘোষ, 'লোকসংস্কৃতির আঙিনায়', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৭

শেখ মকবুল ইসলাম, 'লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১

শ্রীপান্থ সম্পাদিত, 'পাকরাজেশ্বরঃ ও ব্যঞ্জন রত্নাকর', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৪

শ্রীলা বসু ও অভ্র বসু, 'বাংলার টেরাকোটা মন্দির', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৫

সুকুমার সেন, ‘বঙ্গভূমিকা’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, মে ১৯৯৯

সুকুমার সেন, ‘বাংলা স্থাননাম’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮৮

সুকুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অক্টোবর ২০০৯

সুকুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, কার্তিক ১৪১৪

সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, ‘মহাভারতের সমাজ’, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, মে ২০০৬

সুখময় মুখোপাধ্যায়, ‘বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়’, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬

সুখময় মুখোপাধ্যায়, ‘মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম’, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, জুন ২০০৭

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী’, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কৌং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৌষ ১৩৬৮

সুশীল চৌধুরী, ‘সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্য’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭

সুশীলকুমার দে, ‘বাংলা প্রবাদ’, এ মুখার্জ্জী এণ্ড কোঃ লিঃ, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৫৯

স্বপনকুমার ঠাকুর, ‘বাংলার কৃষিকাজ ও কৃষিদেবতা’, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২০

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ (২), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১১

হরিপদ ভৌমিক, ‘বাগবাজার ও রসগোল্লা’, কলকাতা চর্চা কেন্দ্র, কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৮

হরিপদ ভৌমিক, ‘বিয়ের শব্দকোষ’, গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২

হরিপদ ভৌমিক, ‘মুখপ্রিয় পিঠে-পায়েস’, কলকাতা চর্চা কেন্দ্র, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

হরিপদ ভৌমিক, ‘রসগোল্লা’, গাঙচিল, কলকাতা, আগস্ট ২০১৫

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ‘কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৯

হীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ‘বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প’, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, পৌষ ১৪০৭

বাংলা পত্র-পত্রিকা

‘বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা’, শেখর সমাদ্দার সম্পাদিত, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৩২, ২০১৮-২০১৯

‘লোকসংস্কৃতি গবেষণা’, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, কলকাতা ৩৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১৩

‘লোকসংস্কৃতি গবেষণা’, সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, কলকাতা ৩৪, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৬

‘শুভশ্রী’, শান্তনু সরকার সম্পাদিত, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ৫৭-৫৮ বর্ষ যুগ্ম সংখ্যা, ১৪২৫-১৪২৬

‘সুচেতনা’, গৌতম মণ্ডল সম্পাদিত, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৩ বর্ষ, ৪৫ তম সংকলন

সংস্কৃত গ্রন্থ

অজিতনাথ ন্যায়রত্ন অনূদিত, ‘স্কন্ধ পুরাণম্’ (কাশীখণ্ড), কালীঘাট দক্ষিণ টালিগঞ্জ ২২নং ভবন, কাশীখণ্ড যন্ত্রে মুদ্রিত, কালীকৃষ্ণ মণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা, ১২৮৬

অযোধ্যানাথ বিদ্যাপতি সম্পাদিত, সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত ‘রামচরিতম্’, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৩৪৪

গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, ভবদেব ভট্ট বিরচিত ‘প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম্’, বরেন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউড, রাজশাহী, বাংলাদেশ, মার্চ ১৯২৭

চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ সংশোধিত, রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য কৃত টীকা সম্বলিত, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিত ‘প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বম্’, কলকাতা রাজধান্যাং, ১৩৩ নং মসজীদ বাড়ি স্ট্রীট, হরিযন্ত্রে মুদ্রিত, ১৩১০

জ্যোতিভূষণ চাকী, তারাপদ ভট্টাচার্য, রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরী ধর্মপাল সম্পাদিত, ‘সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার’, নবপত্র প্রকাশন (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)

দণ্ডস্বামী সম্পাদিত ও অনূদিত, পতঞ্জলি প্রণীত ‘মহাভাষ্য’, দামোদর আশ্রম, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত, ‘ঊনবিংশতি সংহিতা’, বঙ্গবাসী স্টিম মেসিন প্রেসে মুদ্রিত, কলকাতা, ১২৯৬

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ‘কালিকা পুরাণম্’, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, কার্তিক ১৩৬৬

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ‘কূর্ম পুরাণম্’, ৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী স্টীম মেসিন যন্ত্রে কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩৩২

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বরাহমিহির প্রণীত ‘বৃহৎ সংহিতা’, ৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী স্টীম মেসিন যন্ত্রে কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ১৮৯৩

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ‘বিষ্ণু পুরাণম্’, ৩৮/২ নং ভবানী চরণ দত্তের স্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেসিন যন্ত্রে নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৮

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ‘বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্’, বঙ্গবাসী স্টিম মেসিন প্রেসে মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩০০

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ‘বৃহন্নারদীয় পুরাণম্’, ৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী স্টীম মেসিন যন্ত্রে কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩০১

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ‘ব্রহ্মাণ্ড পুরাণম্’, ৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী স্টীম মেসিন যন্ত্রে কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৫

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, 'মৎস পুরাণম্', ৩৮/২ নং ভবানী চরণ দত্তের স্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেসিন যন্ত্রে নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৬

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিতম 'রামায়ণম্', ৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী স্টীম মেসিন যন্ত্রে কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১১

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, 'মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্', ৩৪/১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী স্টীম মেসিন যন্ত্রে কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩০৪

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, 'মার্কণ্ডেয় পুরাণম্', নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৬৬

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, 'সৌর পুরাণম্', ৩৮/২ নং ভবানী চরণ দত্তের স্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো মেসিন যন্ত্রে নটবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৬

বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পাদিত, 'মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৮৬

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী অনূদিত, রঘুনন্দনকৃত 'উদ্বাহতত্ত্বম্', সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৯৬

মুরারি মোহন সেন ও জ্যোতিভূষণ চাকী সম্পাদিত, 'সংস্কৃতি সাহিত্য সম্ভার', নবপত্র প্রকাশন, ২৮ মে ১৯৫৮

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, 'জ্যোতিস্তত্ত্বম্', ভবানী দত্তের লেন, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেশিন যন্ত্রে মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩৩৪

রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, 'ঋক বেদ', এলম প্রেস, ৬৩নং বিডন স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯০৯

রাধাবিনোদ গোস্বামী সম্পাদিত, ব্যাসদেব প্রণীত 'শ্রীমদ্ভাগবত', গিরিজা লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০৫

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত, গোপাল ভট্ট বিরচিত 'হরিভক্তিবিলাস', রাধারমণ প্রেস, মুর্শিদাবাদ (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত, কবিকর্ণপুর বিরচিত ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’, রাধারমণ প্রেস, মুর্শিদাবাদ, ১৩২৯

সতীশচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত, ‘চরক সংহিতা’, শোভাবাজার মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত, কলকাতা, ৫ই পৌষ ১৩১১

সনাতন দেবজী অনূদিত, বেদব্যাস বিরচিত ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ (১ম ও ২য় খণ্ড), গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৮

সুবোধ চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, ‘ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্’, দেবসাহিত্য কুটীর, কলকাতা, মে ২০০৪

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘মনু সংহিতা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, মার্চ ২০১৭

হরিদাস দাস সম্পাদিত ও অনূদিত, মুরারি গুপ্ত বিরচিত ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্’, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, আষাঢ় ১৪১৬

ইংরেজি গ্রন্থ

Alexander Rogers and Henry Beveridge edited, ‘The Tuzuk-I-Jahangiri or Memoirs of Jahangir’, Royal Asiatic Society, London, 1909

Annette Susannah Beveridge edited, ‘Baburnama’, Low Price Publication, Delhi, 1989

Chitrita Banerji, ‘Bengali Cooking’, Aleph Book Company, New Delhi, 2017

Chitrita Banerji, ‘Eating India’, Penguin Books, India, 2008

Chitrita Banerji, ‘The Hour of the Goddess’, Penguin Books, India, 2006

Claire Chambers edited, ‘Desi Delicacies’, Picador India, New Delhi, 2021

David J. Mccutchion, ‘Late Mediaeval Temples of Bengal’, The Asiatic Society, Kolkata, 2017

H. Blochmann translated, Lieut-Colonel D.C.Phillott edited, 'Ain-I-Akbari' (vol-1), Misson press, Culcutta, 1873

Hiteshranjan Sanyal, 'Social Mobility in Bengal', Papyrus, Kolkata, 1981

Irfan Habib and Tarapada Mukherjee, 'Braj Bhum in Mughal Times', Primus Books, New Delhi, 2020

K. N. Dikshit, 'Memories of The Archeological Survey of India' (Excavation at Paharpur), Manager Publication, New Delhi, 1938

K. T. Achaya, 'Indian Food A Historical Companion', Oxford, London, 1998

K. T. Achaya, 'A Historical Dictionary of Indian Food', Oxford, London, 2002

Norah M. Titey edited, 'Nimatnama Manuscript of the Sultans of Mandu', Routledge Curzon, London and Newyork, 2005

Pandit Kamal Krishna Smrititirtha edited, Aniruddha Bhattya's 'Harlata', Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1908

R. Shamasstry edited and translated, Kautilya's 'Arthashastra', Mysore Printing and Publishing House, Mysore, 8th edition, 1967

Ramakanta Chakravarti, 'Vaisnavism in Bengal', Sanskrit Pustak Bhandar, Kolkata, Oct 1985

Sangeeta Khanna, 'Culinary Culture of Uttar Preadesh', The Times of India, New Delhi, 2019

Sukumar Sen edited, Visnu Pala's 'Manasa Mangal', The Asiatic Society, Kolkata, 1968

Sukumar Sen edited, Cudamanidas's 'Gouranga Vijay', Asiatic Society, Kolkata, 1957

Tapan Raychaudhuri, ‘Bengal under Akbar and Jahangir’, Munshiram Manoharlal, Delhi, 1969

Utsa Roy, ‘Culinary Culture in Colonial India’, Cambridge University Press, New Delhi, 2015

অন্তর্জাল সূত্র

https://archive.org

https://departmental-library.blogspot.com

https://dspace.wbpublibnet.gov.in

https://shodhganga.inflibnet.ac.in

https://www.jstor.org

https://www.rarebooksocietyofindia.org

https://www.southasiaarchive.com